১৭ জুন, ২০১৭

প্রেসবিজ্ঞপ্তি

শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে হাইকোর্টের রায় যথাযথ বাস্তবায়ন এবং শাস্তি না দিয়ে বিকল্প শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহনের উপর গুরত্ব আরোপ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের উপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে হাইকোর্টের রায়, সরকারী পরিপত্রসমূহ ও নির্দেশনা বাস্তবায়নে বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আজ ১৭ জুন, ২০১৭ তারিখ সেভ দ্য চিলড্রেন এর সহায়তায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর লিগ্যাল রিফর্ম ফর এন্ডিং করপোরাল পানিশমেন্ট প্রকল্প কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার ওয়েলপার্ক হোটেলের কনফারেন্স রুমে "শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসন এবং শিশু সুরক্ষা - বর্তমান অবস্থা ও করণীয়" শীর্ষক বিভাগীয় মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্য এবং সভার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউনিট এর সমন্বয়কারী এডভোকেট রেজাউল করিম চৌধুরী এবং পরবর্তীতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্লাস্টের ফোকাল পারসন মোঃ মাসুদ করিম। সভায় শিশু নির্যাতন বন্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর ম্যানেজার একরামুল কবীর। রায় পরবর্তী শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান বন্ধে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনাসমুহ বাস্তবায়নে বর্তমান অবস্থা, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়সাধন ও শিশু সুরক্ষায় নতুন আইন প্রণয়নে করণীয় বিষয়ে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহনকারীরা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি না দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন, শ্রেণীকক্ষে ছাত্রের অনুপাতে শিক্ষক বৃদ্ধি করাসহ উক্ত বিষয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম এর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) জনাব হাবিবুর রহমান বলেন, **"মহামান্য হাইকোর্টের রায়, মন্ত্রণালয় প্রদত্ত পরিপত্র ও নীতিমালা অনুসারে এখন কোন শিক্ষক কর্তৃক শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধের বিষয়টি অস্বীকার করার আর সুযোগ নেই। তদুপরি বর্তমানে প্রয়োজন মাঠ পর্যায়ে এর আরো বাস্তবায়ন ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর ব্যবস্থা নেয়া"।**

সভার শেষে সমাপনী বক্তব্যে ব্লাস্টের চট্টগ্রাম ইউনিট এর সভাপতি এডভোকেট সুভাষ চন্দ্র লালা বলেন, **"শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান বন্ধে অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই রায় বাস্তবায়ন সম্ভব।"**

মুক্ত আলোচনায় প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুপারেন্ডেনট নাসিমা আক্তার বলেন, "শিক্ষকরা পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য নানাবিধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত না হয়ে শুধুমাত্র তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করলে শিশুদের প্রতি শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদানের ঘটনা কমে আসবে।" জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে আরা বলেন, "হাইকোর্টের রায় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার বাস্তবায়ন সরকারের পক্ষে একা সম্ভব নয় এ জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী সংস্থাসমূহকে একত্রে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।" সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী শিহাব আহমেদ সিরাজী বলেন, "শাসনের নামে একক সিদ্ধান্তে বিচার বর্হিভূত শাস্তি প্রদানের অভ্যস্থতাকে কোন যুক্তিতেই বৈধ্যতার স্বীকৃতি দেয়ার সুযোগ নেই, এ রকম শাস্তি প্রদানের ঘটনাসমূহকে যথাযথ আইনি বিচারিক প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে হবে।"

এছাড়াও সভায় বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেক্ষাপট: ব্লাস্ট এবং আসক এর পক্ষ হতে গত ১৮ই জুলাই ২০১০ ইং তারিখে রিট পিটিশন নং-৫৬৮৪/২০১০ দায়ের করে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গত ১৩ই জানুয়ারি ২০১১ইং তারিখে রায় প্রদান করেন। এই রায়ে উল্লেখ করা হয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন রকম শারীরিক শাস্তি এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক, অপমানকর আচরণ শিশু শিক্ষার্থীদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার লংঘন করে। বিশেষ করে তা বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকারের পরিপন্থী। শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৭০ অনুসারে কোন শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলাসহ এ ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেও শিশুদের আত্মসম্মান ও শারীরিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ এ স্বাক্ষর প্রদানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যে কোন শিশুর প্রতি যেন নির্যাতন, অমানবিক ও অশ্রদ্ধাজনক আচরন না করা বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ।

উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬ সালে ব্লাস্ট কর্তৃক গবেষণার ফলাফল হিসেবে দেখা যায় যে, এখনও শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেত, ডাষ্টার, স্কেল দ্বারা শারীরিক নির্যাতন এবং মৌখিক ভাবে, শাস্তির হুমকি ইত্যাদির মাধ্যমে মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, ৬৯% পিতা-মাতা,অভিবাবক মনে করেন যে নিয়মানুবর্তিতার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রয়োজন, ৫৫% মনে করেন যে শাস্তি শিশুকে ভালো পথে নিয়ে যায়, ২৭% মনে করেন যে শাস্তি ছাড়া শিশুরা বখে যায়, ২৫% মনে করেন যে শাস্তি দেয়ার ফলে শিশুরা শিক্ষকদের কথা শোনে। এই পরিপ্রেক্ষিতে- এবং আইন ও রায় বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সকলের কি করণীয় নির্ধারনের জন্যেই এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বার্তাপ্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী ও কমিউনিকেশন)
ব্লাস্ট।
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd